আমাদের ভাষা গণমানুষের
মানবকণ্ঠ
www.manobkantha.com
বুধবার ঢাকা ২৪ এপ্রিল ২০১৩, ১১ বৈশাখ ১৪২০, ১২ জমাদিউস সানি ১৪৩৪

মানবকণ্ঠের সঙ্গে ইসলামী ব্যাংকের এমডি মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : কল্যাণমুখী ব্যাংকিংয়ের প্রবর্তক ইসলামী ব্যাংক

নাজমুল হক/মৃত্তিকা সাহা

ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে নৈতিকতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়। সে কারণে বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডে অনৈতিক কাজের কোনো সুযোগ নেই। ইসলামী ব্যাংক দেশের জনগণের কল্যাণে কাজ করে। দেশের ও জনগণের প্রয়োজনের কথা ভেবে ইসলামী ব্যাংক ঋণ দেয়। দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশে ইসলামী ব্যাংক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সম্পদের সুষম বণ্টনভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি মানবকণ্ঠের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যাপস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ব্যাংকের কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। সম্প্রতি ব্যাকিং খাতে নানা ধরনের আর্থিক জালিয়াতির তথ্য প্রকাশ পাচ্ছে। এ ধরনের জালিয়াতির ঘটনা ব্যাংকিং খাতের সংশ্লিষ্টদের নৈতিকতার সংকটের কারণে হচ্ছে কি-না জানতে চাওয়া হলে আবদুল মান্নান বলেন, ব্যবস্থাপনাগত দিক থেকে ব্যাংকিং হচ্ছে সবচেয়ে সৌকর্যমণ্ডিত একটি খাত। এখানে যেহেতু জনগণের আমানতের সঙ্গে কারবার, যেহেতু জনগণের বিশ্বাসের সঙ্গে কারবার, জনগণের আস্থার সঙ্গে কারবার, তাই ব্যাংক ব্যবসার মূল পুঁজি হচ্ছে জনগণের আস্থা। এখানে আস্থার সঙ্গে নৈতিকতা ও নীতির বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে সামনে চলে আসে। নৈতিকতার ক্ষেত্রে যদি কোনো ধরনের শৈথিল্য দেখা দেয়, দুর্বলতা দেখা দেয়, তাহলে কিন্তু সেই আস্থায় চিড় ধরবে । বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে ব্যাংকিং খাত অত্যন্ত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এখানে যদি নৈতিকতার সমস্যা থাকে থাকে সার্বিক ক্ষেত্রেই কিন্তু সমস্যা হবে। ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু অনৈতিক ঘটনা ঘটেছে। এটা নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। এসব ঘটনার কারণে ব্যাংকার হিসাবে, কমিউনিটির সদস্য হিসাবে, আমরা কিছুটা সরমিন্দা। তবে আমি বলব, প্রতিদিন বিভিন্ন ব্যাংকে লাখ লাখ লেনদেন হচ্ছে। তার মধ্যে এগুলো আপনি দেখতে পারেন, কতক বিশেষ ঘটনা হিসেবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম মেনে আমাদের দেশে অর্ধশতাধিক ব্যাংক কাজ করছে। সারাদেশে আমাদের বিভিন্ন ব্যাংকের আট হাজার শাখায় একটি বিশাল কর্মীবাহিনী কাজ করছে। তার মধ্যে গুটিকয় ব্যক্তি যদি কোনো কারণে নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন এবং এ কারণে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রির প্রতি জনগণের আস্থায় চিড় ধরে সেটা নিঃসন্দেহে একটি মনোবেদনার বিষয়। তবে আশার কথা হচ্ছে, ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রির প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের চমৎকার একটি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। দিন দিন সার্বিকভাবে ব্যাংক ইন্ডাস্ট্রির প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ বাড়ছে।

অনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে ইসলামী ব্যাংকে কী ধরনের ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আকারের দিক থেকে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড়। আমাদের ব্যাংকে অনৈতিক কাজ করার কোনো সুযোগ নেই।

আমরা যেহেতু জনগণের আমানতের হেফাজতকারী। তাদের আমানতের খেয়ানত করার কোনো সুযোগ এই ব্যাংকে নেই। ব্যাংকের কর্মকর্তারা এ বিষয়ে খুবই সচেতন। কেউ যদি কোনো ভুল করে তাহলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। কারণ সে শরিয়া লঙ্ঘন করেছে।

তিনি বলেন, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের পদ্ধতিগত কারণে কোনো ঋণ তহবিল তসরুপের সুযোগ নেই। আমরা সন্দেহজনক ক্ষেত্রে লেনদেন করি না। আমরা কিন্তু নীতিভ্রষ্ট কোনো লোকের সঙ্গে ঘর-সংসার করি না।

প্রশ্ন ছিল ইসলামী ব্যাংকের সঙ্গে প্রচলিত ধারার ব্যাংকের মধ্যে কোনো পার্থক্য রয়েছে কি-না। উত্তরে তিনি বলেন, ইসলামী ব্যাংকের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে এর পদ্ধতি। ইসলামী ব্যাংক টাকার বেচাকেনা করে না। পণ্যের বেচাকেনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ফলে আমাদের কাজে কোনো সমস্যা হয় না। পণ্য নিয়ে কেনাবেচা করি বলেই এখানে সম্পদের বুদবুদ সৃষ্টি হওয়ার কোনো জায়গা নেই। রিয়েল এস্টেট ব্র্যাক ব্যাংক। বেশি খারাপ হওয়ার সুযোগ কম। সারা বিশ্বে আর্থিক খাতে যে সমস্যা হয়েছে তার আসল কারণ হলো তারা টাকার বেচাকেনা করে। এজন্য নানা ধরনের টাকার বাজার সৃষ্টি হয়েছে। অযৌক্তিকভাবে নানা প্রক্রিয়ায় মুদ্রার মূল্য বাড়িয়ে বুদবুদ সৃষ্টি করা হয়। এ ধরনের বুদবুদ সৃষ্টি করার কোনো এখতিয়ার ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে নেই। এ কারণে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় কোনো ধরনের জালিয়াতি বা কেলেঙ্কারি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোন কোন ক্ষেত্রকে বেশি প্রাধান্য দেয় এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ইসলামী ব্যাংক জন্মলগ্ন থেকে মনে করে শিল্প উন্নয়ন ছাড়া দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই প্রথম থেকেই বাংলাদেশের শিল্প বিকাশে ইসলামী ব্যাংকের বিরাট অবদান আছে। যে খাত জনগণের কল্যাণে আসে সে খাতে ঋণ দেয়ার বেলায় আমরা অকৃপণ। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশে আমরাই প্রথম এগিয়ে আসি এবং এ শিল্পকে বর্তমান অবস্থায় উঠিয়ে আনতে আমরা বড় ভূমিকা রেখেছি। কিন্তু এক সময় আমরা উপলব্ধি করলাম তৈরি পোশাক শিল্পে আমাদের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকলেও আমরা মূলত দর্জির কাজ করি। তাই এ শিল্পে মূল্য সংযোজনের জন্য আমরা পশ্চাৎ ও সম্মুখ সংযোগ শিল্প বিনিয়োগে মনোযোগ দেই। এখন তৈরি পোশাক শিল্পনির্ভরশীল পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পে ৩৫ ভাগ বিনিয়োগ ইসলামী ব্যাংকের। মুনাফার লোভ না করে মানুষের প্রয়োজনীয়তাকেই আমরা বেশি গুরুত্ব দেই। তাই ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম লোভভিত্তিক নয়। দেশের জন্য প্রয়োজনীয় শিল্প উন্নয়নের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংক গ্রামের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন চাহিদার বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দেয়। ইসলামী ব্যাংক গ্রামে গ্রামে ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগ করে। আমাদের উদ্যোক্তাদের মধ্যে দেশের সাড়ে ১৬ হাজার গ্রামে প্রায় ৭ লাখ মহিলাও রয়েছে। বিনিয়োগের ফলে তাদের আর্থিক সামর্থ্য বেড়েছে। সমাজে তাদের অবস্থান সংহত হয়েছে। আমরা যে ক্ষুদ্রঋণ দিই তা আমাদের মোট বিনিয়োগের ৩ শতাংশ। অথচ তাদের কার্যক্রম দেখাশোনার জন্য আমাদের কর্মীবাহিনীর ২০ শতাংশ নিয়োগ করেছি। আমরা তাদেরকে নগদ টাকা দিই না। আয়বর্ধক ১২৫ ধরনের পণ্য দিই। এতে টাকা অপচয়ের কোনো সুযোগ নেই।

সম্প্রতি বেশ কয়েকটি ব্যাংকের প্রকাশিত বার্ষিক মুনাফায় গরমিল দেখা গেছে। সেখানে ইসলামী ধারার কয়েকটি ব্যাংকও রয়েছে। এর কারণ কী বলে আপনি মনে করেন এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক আমাকে যা করতে বলেছে সেগুলো মান্য করে যদি কার্যক্রম পরিচালনা করি তাহলে আমি নিরাপদ থাকব। আমার ভালোর

জন্য, আমার কল্যাণের জন্য, আমার জনগণের কল্যাণের জন্য আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মানতে বাধ্য। আমাদের ব্যাংকের ক্ষেত্রে মুনাফায় গরমিলের এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি। আমরা জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করি। ৮০ লাখ গ্রাহক আমাদের ওপর আস্থা রেখে আমানত রেখেছে। তাদের আমানতের হেফাজত করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। আমানতের খেয়ানত করলে আমাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এছাড়া আমরা জনগণ ও সৃষ্টিকর্তার কাছে দায়বদ্ধ। সেই বিষয়গুলো মাথায় রেখে কাজ করি বলেই কোনো ঘাপলা হওয়ার সুযোগ নেই।

সম্প্রতি ব্যাংক বিনিয়োগ অনেক কমে গেছে। এর কারণ কী বলে আপনি মনে করেন এমন উত্তরে তিনি বলেন, বিনিয়োগ কমে যাওয়ার পেছনে বিভিন্ন ধরনের কারণ থাকে। পর্যাপ্ত গ্যাস ও বিদ্যুতের অভাবে শিল্প খাতে বিনিয়োগ কম হচ্ছে। এছাড়া আমাদের দেশে নির্বাচনী বছরে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিনিয়োগ কম হয়ে থাকে। ২০০৫, ২০০৬ ও ২০০৭ সালে ভারি শিল্পে আমাদের দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু এখন আমরা চাইলেও ভারি শিল্পের উদ্যোক্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে বৈশ্বিক মন্দাও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশে বিনিয়োগ চহিদাকে কিছুটা অবনমিত করে রেখেছে। তবে এ সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। কারণ আমাদের প্রধান শক্তি হচ্ছে যে কোনো প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার বিরল গুণ। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকে খেলাপি ঋণ পাওয়া যায় কেন এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী ব্যাংকের খেলাপি ঋণ কম। যে পরিমাণ খেলাপি ঋণ আছে তা আবার আন্তর্জাতিক হারের তুলনায়ও কম। আমাদের ঋণখেলাপি হওয়ার সুযোগ খুবই কম। কোন খাতে কী পণ্য ব্যবহার হচ্ছে তার সর্বক্ষণিক তদারকি করি।

সিএসআর কার্যক্রমের ব্যাপারে তিনি বলেন, আমাদের ব্যাংকটাই সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক। আমরা সম্পদের সামাজিক বণ্টনে বিশ্বাসী। ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ধারণাই সিএসআর। কোন এলাকার কল্যাণ করতে পারি তা আমরা খুঁজে বেড়াই। ইসলামী ব্যাংক কল্যাণমুখী ব্যাংকিংয়ের প্রবর্তক। এটা আগাগোড়াই সিএসআরমুখী। ব্যাংকের আয়ের একটা অংশ সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়। সারাদেশে ১৪টি হাসপাতাল পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রতিবছর দুই হাজার সুবিধাবঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা বৃত্তি, খাদ্য, বাসস্থাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুবিধা দেয়া হচ্ছে।